ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

নাজমুল হুদা মিনা ও নূরে আলম মিল্টন

১৭ ডিসেম্বর ২০২০

২

# প্রেক্ষাপট

- ডিসেম্বর ২০১৯ হতে বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ফলে বৈশ্বিক 'সাপ্লাই চেইন' (উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ শৃংঙ্খল) ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে তৈরি পোশাক খাত অন্যতম
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রায় ৫০% কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে চীনের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে জানুয়ারি ২০২০ হতে এ খাত বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়

- ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার ফলে লকডাউন ঘোষণা -
  - ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল পর্যন্ত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ চলমান কার্যাদেশ স্থগিত বা বাতিল করে

- এপ্রিল মাসে পোশাক রপ্তানি ৭৭.৬৭% কমে যায়, যা জুন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে -
  - করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে ৪১৮টি তৈরি পোশাক কারখানা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়

- তৈরি পোশাক খাতের ওপর রপ্তানি বাণিজ্যের অধিক নির্ভরশীলতা (প্রায় ৮৪%) এবং মহামারির শুরুতে বৈশ্বিক বাণিজ্যের নজিরবিহীন সংকোচনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়

# প্রেক্ষাপট...

- জানুয়ারি - জুন ২০২০ পর্যন্ত করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে অচলাবস্থা বিরাজ করায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (-২৪.৬৮%) হয়
- কার্যাদেশ বাতিল, মালিক পক্ষের আর্থিক সক্ষমতা না থাকার যুক্তি এবং কারখানা বন্ধের কারণে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়

চিত্র ১: ২০১৫-'১৬ থেকে ২০১৯-'২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

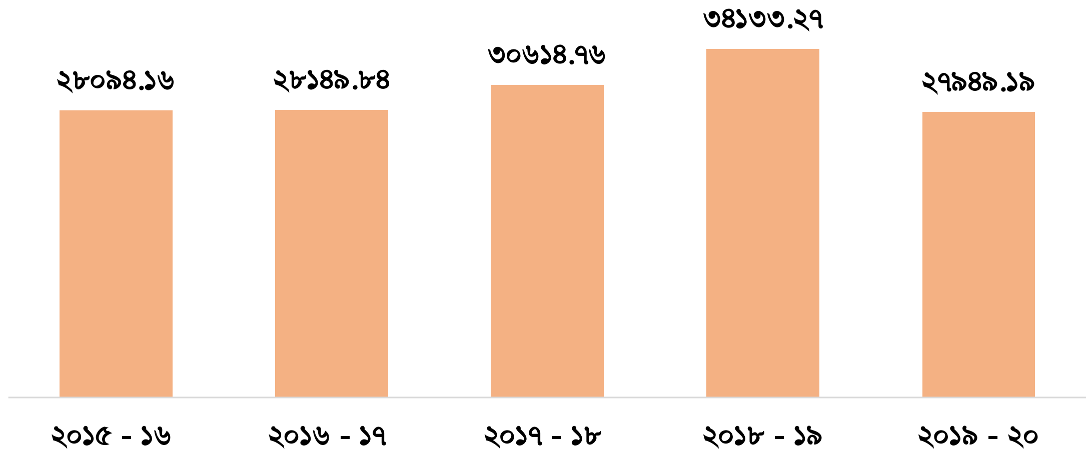


- মালিকপক্ষ কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে কারখানা খুলে দেওয়া এবং সমালোচনার মুখে একই দিনে পুনরায় কারখানা বন্ধের ঘোষণা- সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি সৃষ্টি
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের চলমান ঝুঁকি নিরসনে সরকার, ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা মহামারির সময়কালে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে
  - সরকার ও মালিকপক্ষ (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ) শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে

৪

# যৌক্তিকতা

- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং গবেষণা প্রতিবেদনে চুক্তিভঙ্গ করে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যাদেশ বাতিল, চলমান মহামারিকালে শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা প্রদান না করা, লে-অফ ঘোষণা, শ্রমিক ছাঁটাই, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না করা সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া যায়
- টিআইবি রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে তৈরি পোশাক খাতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে সুশাসনের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে
- প্রাথমিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে তৈরি পোশাক খাত ঘুরে দাঁড়ানোর অবস্থায় বাংলাদেশে করোনা সংকটের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে
- করোনা সংকটের সময়ে এই খাতে কী ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে এবং কিভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হচ্ছে তা নিরূপণ করা এই খাতে ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলার জন্য জরুরী

৫

# গবেষণার উদ্দেশ্য

## প্রধান উদ্দেশ্য

তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

## সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন অংশীজন (সরকার, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক করোনা সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা

২. করোনা উদ্ভূত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে অংশীজনদের করণীয় চিহ্নিত করা

# গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত গবেষণা; তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- **তথ্যের উৎস:** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

| উৎস | তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি | তথ্যের উৎস |
|---|---|---|
| প্রত্যক্ষ | মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার | শ্রম মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), শ্রম অধিদপ্তর ও বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ কর্মকর্তা, কারখানা মালিক ও কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ |
| পরোক্ষ | নথি পর্যালোচনা | বিদ্যমান আইন, নীতি, দাপ্তরিক নথি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন |

- **গবেষণার সময়:** মে - নভেম্বর ২০২০

৭

# বিশ্লেষণ কাঠামো

| নির্দেশক | উপ-নির্দেশক |
| --- | --- |
| আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ | প্রাসঙ্গিক আইন ও তার অনুসরণ |
| সাড়া প্রদান | পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, সংক্রমণরোধে পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং আর্থিক সহায়তা |
| অংশগ্রহণ ও সমন্বয় | করোনা সংকট মোকাবেলায় সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয় |
| স্বচ্ছতা | তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার |
| শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা | মজুরি ও ভাতা, চাকুরি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা |
| জবাবদিহিতা | কারখানা পরিদর্শন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ব্যবস্থা |

৮

# আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

- লে-অফ ঘোষণা করা কারখানায় এক বছরের কম কাজ করা শ্রমিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা [শ্রম আইন, ২০০৬, ধারা ১৬(১)] এবং ৪৫ দিনের বেশি লে-অফ হলে ধারা ২০ এর অধীন ছাঁটাই করার বিধান [শ্রম আইন, ২০০৬, ধারা ১৬(৭)]
  - মালিকপক্ষ সুবিধা ভোগ করে; ব্যবসায়িক স্বার্থ নিশ্চিতে কারখানা লে-অফ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে
  - একবছরের কম কাজ করা প্রায় ২০% শ্রমিক কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পায় নি
- শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কারণ উল্লেখ করে একমাসের নোটিস প্রদান বা নোটিস না দিলে একমাসের বেতন প্রদান করার বিধান অধিকাংশক্ষেত্রে লঙ্ঘন করে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অভিযোগ [শ্রম আইন, ২০০৬, ধারা ২০ এর ২(ক)]
- নির্বাহী আদেশে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলেও কারখানার ক্ষেত্রে তা কিভাবে প্রতিপালিত হবে স্পষ্ট করা হয়নি
  - উল্লেখ্য, লকডাউন ঘোষণার ক্ষেত্রে ভারতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এবং পাকিস্তানে মহামারি রোগ সংক্রান্ত আইন, ২০১৪ এর প্রয়োগ করা হয়েছে - কারখানা লে-অফ করতে পারবে না এমন স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬ এপ্রিল ২০২০ এ সংক্রমাক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্মূল) আইন ২০১৮ এর ধারা ১১(১) ক্ষমতাবলে জনগণকে বাইরে বের হতে নিষেধ করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে - কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের জন্য এক্ষেত্রে কী করণীয় সে সম্পর্কে শ্রম মন্ত্রণালয় সম্পূরক কোনো নির্দেশনা জারি করে নি

# ৯ সাড়া প্রদান: পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সরকারের কাছে সম্ভাব্য করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ তিনটি দাবি উত্থাপন করে<br>o ব্যয় সংকোচনের জন্য আপদকালীন তহবিল গঠন<br>o 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসি নীতিমালায় সংশোধন<br>o ঋণের নিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন স্কিম সুবিধা<br>▪ উপরোক্ত দাবির প্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে<br>o 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসির নীতিমালায় রপ্তানি বিল দেশে আনার সময়সীমা দুই মাস বাড়িয়ে ছয় মাস নির্ধারণ<br>o আপদকালীন তহবিল গঠন ও ঋণের নিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন স্কিম সুবিধা প্রদান | ▪ সরকার ও মালিকপক্ষ কর্তৃক মার্চ ২০২০ পর্যন্ত করোনা সংকট মোকাবেলায় তৈরি পোশাক খাতে কোনো পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হয় নি<br>o সরকার করোনার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে মূলত মালিকপক্ষের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে<br>o এ খাতের নেতৃবৃন্দ করোনা মহামারির কারণে চীন থেকে তৈরি পোশাক ব্যবসার একটি বড় অংশ বাংলাদেশে চলে আসবে এমন আত্মতুষ্টিতে ভোগে |

# ১০ সাড়া প্রদান: পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন ...

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও দেশের সাথে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে ক্রয়াদেশ পুনর্বহাল ও নতুন কার্যাদেশের জন্য কৌশল প্রণয়ন<br>o নেদারল্যান্ড ও সুইডেন সরকার কার্যাদেশ বাতিল না করার অঙ্গীকার করে<br>o বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও দেশ বাতিলকৃত কার্যাদেশের একাংশ পুনর্বহালের অঙ্গীকার করে - ২০২০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রায় ৯০% কার্যাদেশ পুনর্বহাল হয়<br>o ২০২০ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের নতুন কার্যাদেশ এসেছে | ▪ কারখানা মালিকগণ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১০ শতাংশ (প্রায় ৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২,৬৯৩ কোটি টাকা) বাতিলকৃত কার্যাদেশের উৎপাদিত পণ্য শিপমেন্ট করতে পারে নি<br>▪ অধিকাংশ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান করোনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে বলে অভিযোগ<br>o চলমান এবং নতুন কার্যাদেশে পণ্যের ৫%-১৫% মূল্য ছাড় দাবি - সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ও ব্যবসা পরিচালনায় সংকটে পড়ে<br>o অর্থ পরিশোধের জন্য ৯০-১৮০ দিন সময় দাবির ফলে পোশাক শিল্পে নগদ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় - কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় |

# সাড়া প্রদান: প্রণোদনা

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে তৈরি পোশাক খাতের জন্য বিভিন্ন সুবিধা অব্যাহত<br>o রপ্তানি প্রণোদনার জন্য ২,৮৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ<br>o নতুন বাজারের জন্য চলমান ৫% প্রণোদনা অব্যাহত<br>o কর হার পরবর্তী দুই বছরের জন্য ১০% - ১২% অব্যাহত<br>▪ তৈরি পোশাক খাতে কাঁচামাল আমদানিতে কর হ্রাস এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান<br>o কাঁচামাল আমদানির ওপর আগাম কর ৫% থেকে কমিয়ে ৪% নির্ধারণ<br>o তুলা ও অগ্নি প্রতিরোধ যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর অব্যাহতি<br>▪ উৎপাদন পর্যায়ে কর হ্রাস বা অব্যাহতি প্রদান<br>o সুতা উৎপাদনে কর হার হ্রাস এবং পিপিই ও মাস্ক উৎপাদনে কর অব্যাহতির ঘোষণা | ▪ পোশাক খাতের জন্য উৎস কর পূর্বের ০.২৫% থেকে বৃদ্ধি করে ০.৫০% নির্ধারণ<br>o প্রণোদনার বিপরীতে উৎস কর বৃদ্ধির ফলে এ খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব |

# সাড়া প্রদান: প্রণোদনা...

## পদক্ষেপ

- সরকার কর্তৃক রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের এপ্রিল-জুলাই মাসের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য মোট ১০,৫০০ কোটি টাকার 'প্রণোদনা প্যাকেজ' ঘোষণা
  - সরকারি ও বেসরকারি ৪৭টি ব্যাংকের মাধ্যমে বিজিএমইএ'র ১,৩৭০টি এবং বিকেএমইএর ৪২০টি কারখানাসহ মোট ২,০৪৪টি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়
  - মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে শ্রমিকদের নিজস্ব মোবাইল অ্যাকাউন্টে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা
- বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে তৈরি পোশাক খাতের ঋণের পরিমাণ ৩৫০ থেকে ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীতকরণ এবং সুদের হার কমানো
- সরকার কর্তৃক কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা এবং ৩১ আগস্টের মধ্যে বাস্তবায়নের নির্দেশনা
  - ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (পোশাক খাতের প্রায় ১,৫০০টি) জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা - নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩৯% বিতরণ
  - বৃহৎ শিল্পের (পোশাক খাতের প্রায় ৩,০০০টি) জন্য মোট ৩৩ হাজার কোটি টাকা - নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৮৫% বিতরণ
- উন্নয়ন সহযোগী এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য তহবিল গঠন

# সাড়া প্রদান: প্রণোদনা ...

**সারণি ১: এক নজরে তৈরি পোশাক খাতে প্রণোদনার পরিমাণ (প্রাক্কলিত)**

| প্রণোদনা/ সহায়তার ধরন | প্রণোদনা/সহায়তা | প্রণোদনা/সহায়তার পরিমাণ (কোটি টাকায়) (প্রায়) | মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) (প্রায়) |
|---|---|---|---|
| ঋণ সহায়তা | এপ্রিল-জুলাই মাসের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য ঋণ সহায়তা প্যাকেজ | ৯,১৮৮.০০* | ৫৯,০৯০.০০ |
| | রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে ঋণের পরিমাণ ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীতকরণ | ১০,৮২২.০০** | |
| | বৃহৎ শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ | ৩৪,৮০০.০০* | |
| | ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ | ৪,২৮০.০০*** | |
| আর্থিক সহায়তা | ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও জার্মানি কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা | ৮৭৫.০০ | ৩,৭৮৯.৭১ |
| | এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন নারী পোশাক শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা | ১১.০০ | |
| | লেভিস্ট্রস সংশ্লিষ্ট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা | ৮.৫০ | |
| | ‘টেক্স-এ্যাবো ইন্টারন্যাশনাল’ কর্তৃক শ্রমিকদের করোনা পরীক্ষা সহায়তা | ০.২১ | |
| | রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা ১% বৃদ্ধি | ২,৮৯৫.০০ | |
| মোট | | ৬২,৮৭৯.৭১ | ৬২,৮৭৯.৭১ |

* দেশের মোট বৃহৎ শিল্পের ৮৭.৫০% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে;

** দেশের মোট রপ্তানির ৮৫.২৭% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে;

*** দেশের মোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ২১.৪০% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে;

# সাড়া প্রদান: প্রণোদনা ...

## বাস্তবতা

- বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনা -
  - o সরকার - ৯৮.৫৭% (৬১,৯৮০ কোটি টাকা)
  - o উন্নয়ন সহযোগী - ১.৪০% (৮৭৫ কোটি টাকা)
  - o ক্রেতা প্রতিষ্ঠান - ০.০৩% (১৯.৭১ কোটি টাকা)
- সরকার কর্তৃক প্রদেয় মোট প্রণোদনার ৯৫.৩৪% (প্রায় ৫৯,০৯০ কোটি টাকা) ভর্তুকি সুদে ঋণ সহায়তা প্যাকেজ

চিত্র ২: প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার হার (%) ও পরিমান (কোটি টাকায়)

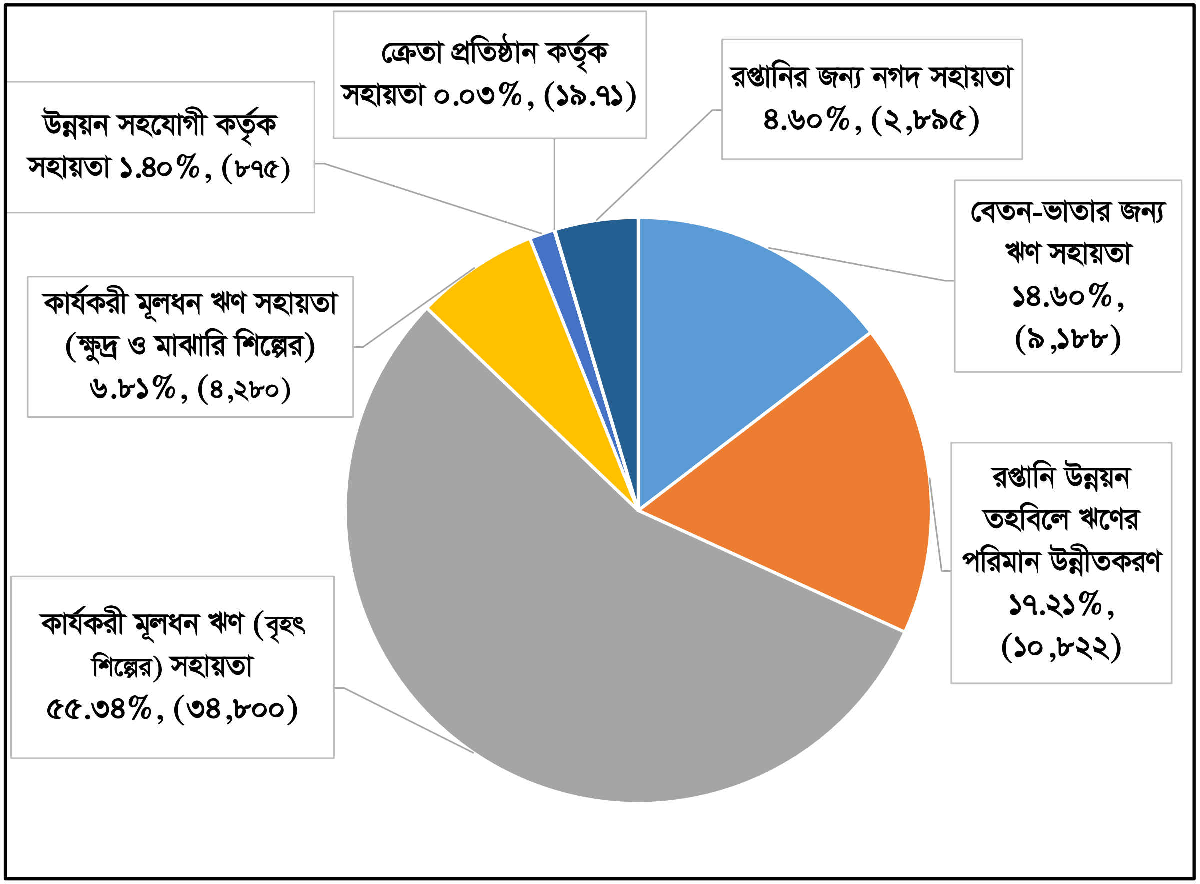

# সাড়া প্রদান: প্রণোদনা ...

## বাস্তবতা

- প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তার বেশিরভাগ (প্রায় ৮৪%; ৫২,৮০০ কোটি টাকা) কারখানা মালিকদের ব্যবসায়িক সংকট মোকাবেলায় দেওয়া হয়
- এপ্রিল-জুলাই পর্যন্ত শ্রমিকদের প্রাক্কলিত বেতন-ভাতা প্রায় ১২,৬৯২* কোটি টাকা হলেও সরকার কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনার পরিমান ছিল ৯,১৮৮ কোটি টাকা - যা প্রয়োজনের তুলনায় ২৭.৬% কম
- তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত মোট শ্রমিকের প্রায় ৪২.০২%** (প্রায় ১৪ লক্ষ) বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি প্রণোদনার অর্থ পায় নি

চিত্র ৩: শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার হার (%)

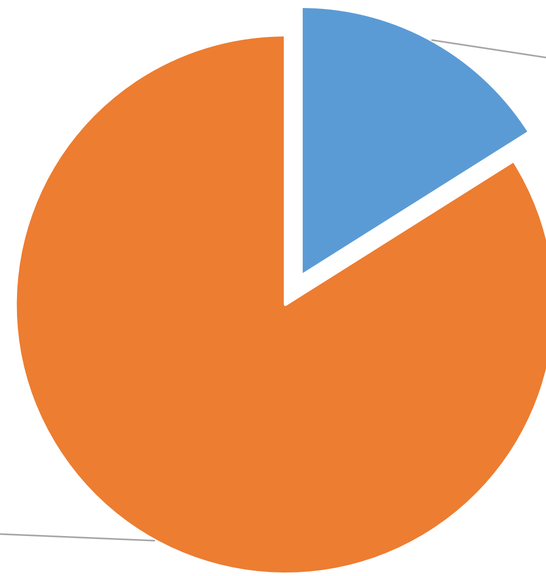


* শ্রমিক প্রতি মাসিক ১১৩ মার্কিন ডলার হিসেবে;

** তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ হিসেবে;

# সাড়া প্রদান: প্রণোদনা ...

## বাস্তবতা

- প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তিতে বড় কারখানাসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও তদবিরের অভিযোগ
- ব্যাংক হতে অর্থ ছাড়ের পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য কারখানাসমূহের অর্থ প্রাপ্তিতে এক মাসের অধিক সময় ব্যয়
  - শ্রমিকরা যথাসময়ে বেতন-ভাতা পায় নি
  - এমএফএস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেতন উত্তোলনে সময় ও অর্থ তুলনামূলক বেশি ব্যয় হওয়ায় এ পদ্ধতি ব্যবহারে শ্রমিকদের অনাগ্রহ
- কারখানা লে-অফ ঘোষণা এবং করোনা সংকটের শুরুতে ছাঁটাই হওয়ার কারণে প্রণোদনা প্রাপ্ত ৬৪ কারখানার ২১ হাজার শ্রমিকের বেতন-ভাতা না পাওয়ার অভিযোগ
- সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানাসমূহের জন্য কোনো নির্দেশনা না থাকায় সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩,০০০ কারখানার প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিকের বেতন-ভাতা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে

# সাড়া প্রদান: প্রণোদনা ...

## বাস্তবতা ...

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য গঠিত প্রণোদনা তহবিল ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়
  - ঋণের টাকা পরিশোধে বৃহৎ শিল্পের জন্য দুই বছর নির্ধারণ করলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য তা এক বছর নির্ধারণ করা
  - ঝুঁকি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানে অনাগ্রহ প্রকাশ
- ইইউ ও জার্মানির তহবিল গঠনের প্রায় তিন মাস পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে
  - সরকার ও মালিকপক্ষের সংগঠনসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়নে অনাগ্রহ ও দায়িত্বে অবহেলা - সম্ভাব্য সুবিধাভোগী প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা এখনো পায় নি
  - তৈরি পোশাকখাতের মালিক সংগঠনসমূহের (বিজেএমইএ ও বিকেএমইএ) বাইরে থাকা কারখানা ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি

১৮

# সাড়া প্রদান: করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ সরকার বা মালিকপক্ষের কোনো দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষই কলকারখানা বন্ধের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি<br>o জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৪ মার্চ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২৭ মার্চ কারখানা খোলা রাখা যাবে এমন প্রজ্ঞাপন জারি করে<br>o বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সাথে সমন্বয় করে ২৬ মার্চ ও ৫ এপ্রিল কারখানা বন্ধের আহ্বান করে | ▪ সরকার ১ এপ্রিল সাধারণ ছুটি বর্ধিত করলেও কারখানা মালিকগণ অপরিকল্পিতভাবে কারখানা খুলে দেয়<br>▪ শ্রমিকদের হয়রানির শিকার হতে হয়<br>o কারখানা খোলার খবরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় চলে আসে, এবং কারখানা বন্ধ ঘোষণায় পুনরায় ফেরত যেতে বাধ্য হয় - সারাদেশে ব্যাপকভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় |

# সাড়া প্রদান: প্রশিক্ষণ

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক কোভিড-১৯ মহামারি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারখানার পার্টিসিপেশন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কারখানা মালিকদের নির্দেশনা প্রদান<br><br>▪ বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সহায়তায় আইএলও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কারখানা সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য 'লার্নিং হাব' প্রকল্প চালু করে<br>o আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৫০ জন শ্রমিককে কারখানার সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় | ▪ অধিকাংশ কারখানায় কোভিড-১৯ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নি<br>o আইএলও লার্নিং হাব প্রকল্পে সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা তৈরি পোশাক খাতের মোট শ্রমিকের সংখ্যা বিবেচনায় অতি নগণ্য<br>o স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক দক্ষ প্রশিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে<br>o কারখানা মালিকদের আগ্রহ ও সচেতনতার ঘাটতি বিদ্যমান |

# অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা<br>▪ সরকার, বিজিএমইএ ও কারখানা মালিকদের সমন্বিত উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল থেকে ৪ মে এর মধ্যে অঞ্চলভেদে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত | ▪ সরকার, বিজেএমইএ, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে<br>o প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কারখানা খোলার ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে মালিকপক্ষ কোনো আলোচনা/সভা করে নি<br>o অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলভাবে কারখানা খোলা হয় |

# অংশগ্রহণ ও সমন্বয় ...

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ সংকট মোকাবেলায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রধান করে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন<br><br>▪ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ'র কার্যালয়ে 'কন্ট্রোল রুম' স্থাপন<br><br>▪ কারখানাসমূহে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলাইন প্রতিপালন অবস্থা পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও সিভিল সার্জনকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন | ▪ সরকারের আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান<br>o স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রধান করে কমিটি করা হলেও মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী কারখানা খোলা ও বন্ধের বিষয়ে তাঁকে জানানো হয় নি<br><br>▪ 'কন্ট্রোল রুম' কার্যকর নয় - কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ'র সমন্বয়হীনতার অভিযোগ<br><br>▪ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তৈরি পোশাক কারখানা পরীবিক্ষণ কমিটিসমূহে শ্রমিক প্রতিনিধি না রাখার ফলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় নি<br><br>▪ কমিটিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে সংযুক্ত না করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একক সিদ্ধান্তে কমিটি গঠন ফলে কমিটিসমূহ কার্যকরভাবে পরিদর্শন করতে পারে নি |

২২

# স্বচ্ছতা

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর করোনা ভাইরাস সংক্রমিত কারখানার শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ২৩টি কার্যালয়ে রেজিস্টার চালু করে<br>▪ শিল্প পুলিশ কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে | ▪ পূর্বের মতো করোনা সংকটকালেও এই খাত বিষয়ে মালিকপক্ষ ও সরকারের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে ঘাটতি<br>o কলকারখানার ধরন অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার পরিমাণ<br>o প্রণোদনা ও সহায়তাপ্রাপ্ত কারখানা ও শ্রমিকের তালিকা<br>▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্টার চালু করা হলেও করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর হালনাগাদ কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় নি<br>▪ সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে জুলাই মাসের পর থেকে শিল্প পুলিশ কল-কারখানার শ্রমিকদের করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করা থেকে বিরত থাকে |

# স্বচ্ছতা...

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ বিজিএমইএ তৈরি পোশাক খাত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে<br>o কার্যাদেশ বাতিলের পরিমাণ<br>o ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা<br>o কোভিড-১৯ আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা<br>▪ আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার কনসোর্টিয়ামে কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাতিলকৃত ও পুনর্বহালকৃত কার্যাদেশের আর্থিক পরিমাণ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করে | ▪ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের তুলনায় বিজিএমইএ-প্রকাশিত শ্রমিক ছাঁটাই ও করোনা আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা কম দেখানো<br>▪ বাতিল হওয়া প্রায় ৯০% কার্যাদেশ পুনর্বহাল হলেও বিজিএমইএ'র সে বিষয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে বিরত রয়েছে বলে অভিযোগ<br>▪ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের সাথে কারখানা হতে প্রাপ্ত তথ্যে বাতিলকৃত কার্যাদেশের পরিমাণ কম দেখানো |

# শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা: বকেয়া মজুরি-ভাতা

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় সাধারণ ছুটিকালীন শ্রমিকদের বেতনের ৬৫% প্রদানের সিদ্ধান্ত<br>▪ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী লে-অফকৃত কারখানার ৫০% মজুরি প্রদানের বিধান থাকলেও সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিক কর্তৃক একই হারে (৬৫%) মজুরি প্রদানের অঙ্গিকার<br>▪ ঈদ বোনাস ঈদের পূর্বে অর্ধেক এবং পরবর্তী ছয় মাসে বেতনের সাথে বাকি অর্ধেক প্রদানের সিদ্ধান্ত<br>▪ শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক মে মাস হতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি নিয়মিত প্রদানের নির্দেশনা | ▪ অনেকক্ষেত্রে লে-অফকৃত কারখানা শ্রমিকদের মজুরি ও ঈদ পরবর্তী অর্ধেক ঈদ বোনাস অঙ্গিকার অনুযায়ী প্রদান করে নি<br>▪ অধিকাংশক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি নিয়মিত দেওয়া হয় নি<br>o কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মঘন্টার মজুরি ও ভাতা প্রদান করা হয় নি<br>▪ পোশাক শ্রমিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়<br>o উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৭৭% শ্রমিক তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না<br>o মজুরি ও ঈদ বোনাসের ক্ষেত্রে 'ওয়েজ গ্যাপ'* প্রাক্কলন করা হয় যথাক্রমে ৩০% ও ৪০% |

*ওয়েজ গ্যাপ: শ্রমিকদের প্রাক্কলিত মোট মাসিক মজুরির যে অংশ সংশ্লিষ্ট মাসে কম পেয়েছে

# শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা: চাকুরির নিরাপত্তা

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ এপ্রিল মাসে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কারখানা লে-অফ ও শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক সংগঠন ও মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায়<br><br>▪ বিজিএমইএ'র ৩৪৮টিসহ মোট ১,৯০৪টি কারখানা লে-অফ ও বন্ধ ঘোষণা করে<br>o সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬০-৬৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই<br><br>▪ এপ্রিল মাসে বিজিএমইএ কর্তৃক কারখানা মালিকদের শ্রমিক ছাঁটাই না করার নির্দেশনা প্রদান করে<br>o প্রয়োজনে ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে দুই মাসের বেতনের সম-পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশনা | ▪ প্রাথমিক পর্যায়ে একত্রে বহু সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই করা হলেও পরবর্তীতে অল্প সংখ্যক নিয়মিত শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত রয়েছে<br><br>▪ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানাসমূহে ইচ্ছাকৃত ছাঁটাই আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে কম বেতন ও মজুরি ছাড়া অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় কাজ করানোর অভিযোগ<br><br>▪ অনেকক্ষেত্রে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয় নি |

২৬

# শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা: স্বাস্থ্য সুরক্ষা

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ বিজিএমইএ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় কারখানা পরিচালনার জন্য একটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে<br>▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে<br>▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর করোনা মহামারি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চারটি অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষ পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করেছে | ▪ অধিকাংশক্ষেত্রে কারখানা পরিচালনায় বিজিএমইএ'র গাইডলাইন পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয় নি<br>o অধিকাংশ কারখানায় মাস্ক পরা নিশ্চিত করলেও হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই<br>o শ্রমিকদের খাবার ও বিশ্রামের জায়গা এবং টয়লেটের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় নি<br>o অধিকাংশক্ষেত্রে কারখানায় শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎপাদন অব্যাহত রাখার নির্দেশনা পালন করা হয় নি<br>o শিফটিং পদ্ধতিতে ৩০%-৫০% শ্রমিকের মাধ্যমে কারখানা চালুর নির্দেশনা অধিকাংশ কারখানা মালিক মানে নি |

# শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা: স্বাস্থ্য সুরক্ষা...

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ বিজিএমইএ - বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার জন্য এপ্রিল মাসে চারটি পিসিআর ল্যাব স্থাপনের ঘোষণা<br>o ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের সিদ্ধান্ত<br>o প্রতিদিন ১৮০টি নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত | ▪ চারটির স্থলে গাজীপুরে শুধু একটি নমুনা পরীক্ষার ল্যাব স্থাপন<br>o দৈনিক ৪০-৫০টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়<br>o নমুনা সংগ্রহ এবং ল্যাব পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান<br>o নমুনার ফলাফল পেতে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ সময় লাগার অভিযোগ |
| ▪ মালিকদের খরচে অসুস্থ শ্রমিকদের হাসপাতালে পাঠানো এবং কারখানার নিজস্ব ব্যবস্থায় অথবা পার্শ্ববর্তী বেসরকারি হাসপাতালে শ্রমিকদের জন্য পৃথক আইসোলেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত | ▪ বিজিএমইএ'র তথ্যানুযায়ী আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত সদস্যভুক্ত কারখানায় ৫১১ জন শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং মোট ৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন<br>▪ অধিকাংশ মালিক আইসোলেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করে নি |

# শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা: স্বাস্থ্য সুরক্ষা...

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ বিজিএমইএ'র উদ্যোগে চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৫০ শয্যার কোভিড-১৯ ফিল্ড হাসপাতাল চালু<br><br>▪ কারখানা মালিকদের প্রতি বিজিএমইএ'র নির্দেশনা - কর্মরত শ্রমিক করোনায় আক্রান্ত হলে মজুরিসহ সাধারণ ছুটি প্রদানসহ যাবতীয় চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া | ▪ চাকুরি হারানোর আতঙ্কে উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক কর্তৃক তা লুকানোর প্রবণতা<br>o অন্যান্যদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে<br>▪ করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা সীমিত হওয়ায় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন না<br>▪ এ খাতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাচ্ছে না - এক জরিপে প্রায় ৮৫.৭% পোশাক শ্রমিক (প্রাক্কলিত প্রায় ২৮.২৮ লাখ) ৫-৭ দিন করোনার লক্ষণে (ঠান্ডা, কফ ও জ্বর) ভুগেছেন বলে জানান, যদিও তাদের নগণ্যসংখ্যক করোনা পরীক্ষা করেছেন<br>▪ কিছুক্ষেত্রে করোনা আক্রান্ত বা উপসর্গ থাকা শ্রমিকদের সাধারণ ছুটি দেওয়ার পরিবর্তে ছাঁটাই করা<br>o কোনো কোনো কারখানায় আক্রান্ত শ্রমিককে সাধারণ ছুটি দিলেও মজুরিসহ ছুটি না দেওয়ার অভিযোগ |

২৯

# শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা: মাতৃত্বকালীন সুবিধা...

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর কারখানাসমূহে 'দ্যা ল্যাকটেটিং মাদার এইড ফান্ড প্রজেক্ট' চালু<br>▪ নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় বিকেএমই এর কারখানাসমূহে 'নিউট্রিশন অফ ওয়ার্কিং ওমেন' প্রকল্প চালু | ▪ করোনার কারণে মাতৃস্তন্যপানকারী শিশুদের কর্মস্থলে আনা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে<br>o স্তন্যদায়ী মায়েদের মানসিক অবসাদে ভোগা, সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া এবং উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া<br>▪ কিছুক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান না করা ও অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে<br>▪ গর্ভবতী নারীদের বিনা কারণে ছাঁটাই করা ও কাজে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত করা অভিযোগ রয়েছে |

৩০

# শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা: সংগঠনের অধিকার

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ করোনা মহামারির সময়ে সরকার শ্রমিক সংগঠনের নিবন্ধন বন্ধ রেখেছে<br>▪ আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলো করোনা মহামারির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যাদেশ বাতিল না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে<br>▪ জাতীয় শ্রমিক অধিকার সংগঠনসমূহ করোনা মহামরিকালীন শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় মালিকপক্ষ ও সরকারের সাথে বিভিন্ন সভা আয়োজন করেছে<br>▪ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ও পূর্ণাঙ্গ মজুরি-ভাতা পাওয়ার জন্য ঢাকা, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে শ্রমিক সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে | ▪ কার্যাদেশ না থাকার কারণে ট্রেড ইউনিয়ন আছে এমন অধিকাংশ ক্ষুদ্র কারখানা ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে<br>▪ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে ত্রিপক্ষীয় সভায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি উপেক্ষিত হয়<br>▪ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলো নিষ্ক্রিয় ছিল |

৩১

# জবাবদিহিতা

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
| --- | --- |
| ▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কারখানার জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কমিটি গঠন<br>o শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ২৬টি 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠন<br>o ঢাকার অভ্যন্তরে ৫টি কারখানা পরিদর্শন | ▪ প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সুরক্ষা সমগ্রীর ঘাটতির কারণে কমিটিসমূহ অধিকাংশ কারখানা পরিদর্শন করতে পারে নি<br>o কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে নি<br>o কোভিড-১৯ মহামারিকালে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রায় ১০০ অধিক স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় |
| ▪ লে-অফকৃত কারখানাসমূহ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা পাবে না - বাংলাদেশ ব্যাংক এমন নির্দেশনা প্রদান | ▪ বাংলাদেশ ব্যাংক মালিকপক্ষের প্রভাব ও চাপে লে-অফ কারখানার জন্য পূর্বের নির্দেশনা থেকে সরে আসে |
| ▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ কার্যালয়ে কারখানা পর্যায়ের যেকোনো অভিযোগ গ্রহণের জন্য হটলাইন চালু | ▪ কারখানা পর্যায়ে হটলাইন বিষয়ে প্রচারণার ঘাটতি এবং নির্ধারিত নম্বরে ফোন দিয়ে কাউকে না পাওয়ার অভিযোগ |

# জবাবদিহিতা ...

| পদক্ষেপ | বাস্তবতা |
|---|---|
| ▪ বিজিএমইএ পরিস্থিতি নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকা-ভিত্তিক চারটি 'জোনাল কমিটি' এবং পরিচালকদের নেতৃত্বে ছয়টি নিরীক্ষা দল গঠন করে<br>o নিরীক্ষা দল মোট ১৪৭টি কারখানা পরিদর্শন করেছে<br>o তিনটি কারখানার সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সংশোধনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করার পরামর্শ প্রদান<br>▪ বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কার্যাদেশে উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ বা কার্যাদেশ বাতিল করা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কালো তালিকাভুক্তকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করে<br>o যুক্তরাজ্যের একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম পর্যায়ে কালো তালিকাভুক্ত করে | ▪ প্রথম পর্যায়ে কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম চালু করলেও বর্তমানে তা ঝিমিয়ে পড়েছে<br>▪ মাস্টার এলসির পরিবর্তে শুধু কার্যাদেশনির্ভর বাণিজ্য সম্পাদনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেকক্ষেত্রে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায় নি<br>▪ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাপে গৃহীত কালো তালিকাভুক্তিকরণ কার্যক্রম থেকে মালিক সংগঠন সরে আসে |

৩৩

# সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিভিন্ন সময়ে উঠে আসলেও তা নিরসণে সরকার ও মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি - করোনার সময়ে এই প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে
- চার দশক ধরে বিকশিত তৈরি পোশাক খাত এখনো প্রণোদনার ওপর নির্ভরশীল; মালিকপক্ষ সরকারের ওপর প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের সুবিধা আদায় করে - করোনার মতো সংকট মোকাবিলায় এ খাতের নিজস্ব সক্ষমতা এখনো তৈরি হয় নি
- মালিকপক্ষ ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রণোদনা আদায় করলেও শ্রমিকদের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় কোনো প্রকার পরিকল্পনা ও কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করে নি
- করোনা সংকটকালে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শ্রমিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয় নি এবং দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছে বরং কারখানা মালিকদের চাপ প্রদান ও নৈতিক ব্যবসা না করার প্রবণতা রয়েছে
- করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রবণতা
- সর্বোপরি করোনা সংকটের কারণে দেশের তৈরি পোশাক খাত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়; তবে সংকট হতে উত্তরণের জন্য এ খাতে সরকার কর্তৃক বিপুল প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান করলেও তার ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকরা পেয়েছে

# সুপারিশ

১. করোনা মহামারি বিবেচনায় নিয়ে সকল শ্রেণীর শ্রমিকের চাকুরির নিরাপত্তার বিধান সংযুক্ত করে 'শ্রম আইন, ২০০৬' এর ধারা ১৬ এবং ধারা ২০ সংশোধন করতে হবে

২. বিজিএমইএ কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন মোতাবেক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য-বিধি প্রতিপালন ব্যত্যয় হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)' সুবিধা বাতিল এবং জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে

৩. বিজিএমইএ'র অঙ্গীকার করা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার বাকি তিনটি ল্যাব দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থাপন করতে হবে

৪. ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক ব্যবসা পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। পোশাকের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ ও কার্যাদেশসমূহের বিদ্যমান শর্তের সাথে দুর্যোগকালে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয় সংযুক্ত করতে হবে

৫. করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকার ও মালিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটিকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এসব কমিটি শ্রমিকদের অধিকার ও কারখানায় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে

# সুপারিশ...

৬. লে-অফকৃত কারখানায় একবছরের কম কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৭. শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে

৮. ইইউ ও জার্মানির সহায়তা তহবিল ব্যবহারের জন্য করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সঠিক তালিকা অবিলম্বে প্রণয়ন করতে হবে

৯. করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, কার্যাদেশ বাতিল ও পুনর্বহাল, প্রণোদনার অর্থের ব্যবহার ও বণ্টন, ইত্যাদি সব তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে; এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

# সবাইকে ধন্যবাদ